ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(2): 39-42
www.allresearchjournal.com
Received: 25-12-2020
Accepted: 27-01-2021

Bansidhar Mandal
Assistant Teacher, Political Science, Keshargarh S.K. Vidyapith (H.S.), Purulia, West Bengal, India

Corresponding Author:
Bansidhar Mandal
Assistant Teacher, Political Science, Keshargarh S.K. Vidyapith (H.S.), Purulia, West Bengal, India

ড: বি.আর. আম্বেদকর : সামাজিক অধিকার ও ন্যায় বিচার

Bansidhar Mandal

সারাংশ
ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন ড: বি. আর. আম্বেদকর। সমকালীন ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে বিরল প্রতিভাধর এই মানুষটি আজীবন লড়াই করে গেছেন। যে সব সমস্যা এই সংবেদনশীল রাষ্ট্রনেতাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল তার মধ্যে দলিত ও অস্পৃশ্যদের মুক্তির প্রশ্নটা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শৈশব থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা জাতপাত ব্যবস্থায় হল সামাজিক বৈষম্যের মূল কারণ। তাই তিনি সামাজিক অধিকার, সাম্য, ন্যায়, স্বাধীনতা, সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি মূল্যবোধগুলি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে জরুরি বলে মনে করেন। তিনি শুধুমাত্র শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত দলিতদের জন্য আশ্বাসবাণী দেননি, তারা যাতে প্রকৃতই অধিকার ও ন্যায় বিচার ভোগ করতে পারে তার সুব্যবস্থা করেছিলেন। প্রস্তুয়মান গবেষণা নিবন্ধটিতে তারই সামান্য প্রতিফলন রয়েছে।

বিষয়সূচক শব্দাবলী : জাতপাত, অধিকার, সাম্য, ন্যায়, স্বাধীনতা।

ভূমিকা
ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ১৮৯১ সালে ১৪ই এপ্রিল মহারাষ্ট্রের এক গরিব মাহার (অস্পৃশ্য) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় সমাজে জাতপাতের ভেদাভেদ ছিল অত্যন্ত প্রকট। হিন্দু ধর্মের 'চতুর্বর্ন পদ্ধতি' এবং অস্পৃশ্যতা সমাজকে কলুষিত করেছিল। অস্পৃশ্য পশ্চাদপদ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। তাঁদের সকলের সাথে মেলামেশা করা, পুকুরে জল নেওয়া, মন্দির দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ ছিল। সমাজে একটি শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অচ্ছ্যুৎ করে রাখার এক উদ্ভুত বিধি নিয়ম হিন্দু সমাজে চালু ছিল। হিন্দু সমাজের এরূপ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ লড়াই করেছেন বি. আর. আম্বেদকর। তিনি সমাজের অস্পৃশ্য মানুষের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন দলিত আন্দোলনের পুরোধা, একজন জাতীয়তাবাদী এবং ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা।

শৈশব থেকেই লেখাপড়ায় আম্বেদকরের আগ্রহ ছিল খুব বেশি। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন একটি স্থানীয় মারাঠী বিদ্যালয়ে। তারপর সাতরায় একটি সরকারী বিদ্যালয় থেকে স্কুল শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১২ সালে মুম্বাই এর এলফিনস্টোন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর ১৯১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৫ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯১৬ সালে স্নাতকোত্তর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। তার গবেষণার বিষয় ছিল The National Divident for India : A Historical and Analytical Study. ১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে 'লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস' এ তিনি ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ডি.এস.সি. উপাধি লাভ করেন। অর্থনীতিতে ডি.এস.সি. উপাধি পান যে বিষয়টি রচনার জন্য তা হল 'The Problem of the Rupee- Its origin and its solution' পরবর্তীকালে তিনি লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং আইনের পেশায় নিযুক্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজকর্মে যুক্ত হয়ে পড়েন।

দলিত পরিবারের সন্তান হওয়ার জন্য তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা, অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর স্কুলের ক্লাসে উচ্চবর্ণের ছাত্রদের সঙ্গে একসারিতে বসার অনুমতি ছিল না। তাঁকে বসতে দেওয়া হত ক্লাসের বাইরে মেঝেতে।

তার জল তেষ্টা পেলে জলের পাত্র স্পর্শ করার অধিকারও ছিল না। অল্প বয়স থেকেই জীবনের বিভিন্ন সময়ে উচ্চবর্ণের নিপীড়ন, বঞ্চনা ও পক্ষপাতিত্বের শিকার হওয়ায় একথা উপলব্ধি করেন যে নানারকম সামাজিক অবিচারের উৎস হল ভারতের জাত ব্যবস্থা। সেই কারণে তিনি ভারতের জাত ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত নানা অবিচারের বিরুদ্ধে সারা জীবন নিরলসভাবে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর উন্নতির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি ভারতের নিপীড়িত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমবেদনাকে শুধু তাত্ত্বিক আকারে উপস্থাপিত করেননি, তার স্বার্থক রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন।

ভারতের জাত ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে আম্বেদকরের লড়াই এর একটি দিক হল ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম, তার বর্ণভেদ ব্যবস্থা ও জাতপাত ব্যবস্থার বিরোধীতা। তাঁর মতে হিন্দু সমাজের উন্নত মূল্যবোধ, মানবিকতা, সহিষ্ণুতা ও অহিংসার মতো সদ্ গুণ থাকলেও সামাজিক সাম্য, ন্যায় ও স্বাধীনতার অস্তিত্ব সকল মানুষের ছিল না। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র সমূহ অনুশীলন ও নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছিলেন কিভাবে জাতিভেদ প্রথা হিন্দুদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদের দেওয়াল তৈরী করেছে। তিনি মনে করতেন ভারতের জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিতে পেশাগত সামাজিক স্তর বিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের সামাজিক স্তর বিন্যাস সামাজিক জীবন যাপনের তথা জনজীবনের ক্ষেত্রে ভয়ানক ক্ষতিকর। কারণ হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক বিধি নিষেধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। তার ফলে ব্যক্তি মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রবনতা পদদলিত হয়। এই কারণে আম্বেদকর জাতিভেদ প্রথার অবসান কাম্য বলে মনে করতেন।

আম্বেদকর হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ পদ্ধতি বা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, হিন্দু সমাজের অবনতির মূল কারণ হল বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। তিনি মনে করেন হিন্দু ধর্মে বর্ণগোষ্ঠীর বাইরে থাকা ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বীকৃতি না থাকায় তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হয়। এই ধর্মে কিছু সংখ্যক মানুষকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয় এবং তাদের ওপর অসামাজিক আচরণ করা হয়। এই অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীকে গ্রাম বা শহরে সম্পূর্ণ পৃথক এলাকায় বসবাস করতে হয়। এরা সর্ব সাধারণের ব্যবহৃত কূপ, স্নানের ঘাট ইত্যাদি ব্যবহার করার কোন সুযোগ ছিল না। কেননা এগুলি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ব্যবহার করত। এমনকি পড়াশোনা করার বা মন্দিরে ঢোকার অধিকারও তাদের ছিল না। এক প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়। ফলে তাঁদের জীবনের সুপ্ত সম্ভাবনা সমূহের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পৌর অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে দলিত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। এই অস্পৃশ্য বা দলিত সম্প্রদায়ের সুস্থ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পৌর অধিকার সমূহ আদায় করা আবশ্যিক, অন্য সকল সম্প্রদায়ের মতো এদের ও সমানাধিকার সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এর জন্য আবশ্যিক হিন্দু সমাজের মৌলিক সংস্কার সাধন। সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য আম্বেদকরএর প্রস্তাবগুলি হল-

১। দলিতদের অবশ্যই গর্ব, মর্যাদা ও আত্ম সম্মানের অধিকারী হতে হবে। অতীতের সমস্ত ধরনের অস্পৃশ্যতামূলক কাজের সঙ্গে তাদের অসহযোগিতা করতে হবে যেমন- মলমূত্র পরিষ্কার, ময়লা পরিষ্কার, মৃতদেহ সৎকার, মৃত পশুকে গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

২। দলিতরা সরকারের সমস্ত স্তরে নিজেদের প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করবে। আম্বেদকর (১৯৩০-৩২) সালে গোলটেবিল বৈঠকে অস্পৃশ্যদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানান। পরবর্তী সময়ে তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য অস্পৃশ্য নেতৃত্বের দাবি জানান। আম্বেদকরের মূল বক্তব্য হল – অস্পৃশ্যদেরকে অবশ্যই সংখ্যালঘু হিসাবে এবং একটি পৃথক জনসমাজ হিসাবে দেখা হবে। তারা নিজেদের দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য সরকারের কাছে নিজেদের পৃথক প্রতিনিধি প্রেরণ করবে।

৩। দলিত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলে তাদের মধ্যে হীনমান্যতা দূর হবে এবং তাদের বিকাশ তরান্বিত হবে।

৪। হিন্দু সমাজে জাতপাত ব্যবস্থার বিলুপ্ত করতে হবে। তিনি মনে করতেন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে পুরোহিত হিসাবে ব্রাহ্মণের কাজকর্ম যে কোন জাতের যে কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষই করতে পারবে।

৫। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত জনগণের কল্যাণ সাধন করা। এর জন্য সরকারের কাজ হল সমাজের যে অংশ সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। এই সমস্ত জনগণের কল্যাণ সাধণের জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে হবে। এর মাধ্যমে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনিশ্চিত হবে।

আম্বেদকর বৃহত্তর সমাজ জীবনের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। আর সে কারণে তিনি একদিকে সামাজিক সংস্কারে ব্রতী হন অন্যদিকে অস্পৃশ্য ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইনের সময়কালে অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সত্তার স্বীকৃতি দাবি করেন। ১৯১৯ সালে জানুয়ারী মাসে একটি প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করেন – "Home Rule is the birth right as much of the Mahars as of the Brahmins" ১৯২০ সালে নাগপুরে সর্বপ্রথম অস্পৃশ্যদের জন্য সর্ব ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তিনি মন্তব্য করেন – একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু কখনোই অস্পৃশ্যের সমস্যা অনুধাবন করতে পারে না, প্রতিবিধান তো দূরের কথা। ১৯২৩ সালে বোম্বের প্রাদেশিক আইন সভায় 'বোলে প্রস্তাব' পাশ হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী সর্ব সাধারণের ব্যবহৃত কূপ, পুকুর বা স্নানের ঘাট, ধর্মশালা, বিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গায় অস্পৃশ্যদের অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯২৪ সালে অস্পৃশ্য ও অনুন্নত জনসম্প্রদায়ের মানুষজনকে নিয়ে তিনি গঠন করেন 'বহিস্কৃত হিতকারিনী সভা।' এই সভার উদ্যোগে অস্পৃশ্য ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক ছাত্রবাস, পাঠাগার, মাহার হকি ক্লাব প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে অস্পৃশ্য শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে ' বহিস্কৃত ভারত' নামে একটি মারাঠী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়কালে অনুষ্ঠিত মাহার সম্মেলনে আম্বেদকর বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেন এবং জনমতগঠনে সফল হন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুগ্রন্থ 'মনুস্মৃতি'র বিধানের বিরোধিতা করেন এবং প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯২৭ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর সকলে মিলে মনুস্মৃতির কপি পোড়ান। ১৯৩০-৩২ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত তিনটি গোলটেবিল বৈঠকে দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে আম্বেদকর যোগদান করেন। এই বৈঠকগুলিকে তিনি দলিতদের জন্য আইন সভায় পৃথক আসন সংরক্ষণের কথা বলেন। ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় (Communal Award) অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণের বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করে। এই স্বীকৃতির ফলে হিন্দু সমাজের স্থায়ী ভাঙনের আশঙ্কায় গান্ধীজি আমৃত্যু অনশন শুরু করেন।

গান্ধীজির জীবনের প্রশ্নে আম্বেদকরকে নৈতিক চাপের মুখে পড়তে হয় এবং পুনাচুক্তি অনুযায়ী আপোষ রক্ষায় সম্মত হন। এই চুক্তি অনুযায়ী অবদমিত শ্রেণী সমূহকে বৃহত্তর অর্থে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করা হয় এবং যৌথ নির্বাচন ক্ষেত্রে তফসিলি জাতিদের জন্য স্বতন্ত্র সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ঘটনা আম্বেদকর এর জীবনে নতুন পথের সূচনা করেছিল।

অস্পৃশ্যদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে এবং তাদের ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসাবে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ' স্বাধীন শ্রমিক দল' (Independent Labour Party)। তিনি ১৯৪২ সালে অল ইন্ডিয়া সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন (All India Scheduled Caste Federation) গঠন করেন। তফসিলি জাতিসমূহের জন্য অধিকতর সুযোগ সুবিধা আদায় করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক ভূমিকা গ্রহণের জন্য ভাইসয়ের প্রশাসনিক পরিষদে (Viceroy's Executive Council) আম্বেদকরকে জায়গা দেওয়া হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি খসড়া কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে ২৯শে আগস্ট। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ড: বি.আর. আম্বেদকর। তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী। সংবিধানের প্রণেতা হিসাবে তিনি এদেশে অস্পৃশ্যতা নির্মূল করার চেষ্টা করেন। স্বাধীন ভারতে অস্পৃশ্য জাতির সমানাধিকার তথা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আম্বেদকর এর উদ্যম অব্যাহত ছিল। তাঁর মতে ন্যায় বিচারের অর্থ হল সমদর্শিতা যার প্রকাশ ঘটে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাম্যের মাধ্যমে। আম্বেদকর তার দর্শনে সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই তিনটি উপাদনের উপর ভিত্তি করে তিনি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সাম্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, " If all man are equal, all men are same essence and the common essence entitled them to the same fundamental rights and to equal liberty." তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ হল "Right of choice" অর্থাৎ যা কিছুই করা হোক না নিজের পছন্দমত বৃত্তি বা বিদ্যা বেছে নেওয়াই হল স্বাধীনতার আসল প্রমান। আম্বেদকর তাই স্বাধীনতার মধ্যে বিশেষ যে কয়টি উপাদান আবশ্যিক বলে মনে করেন তা হল শরীর ধারণ ও জীবন রক্ষার অধিকার, অবাধ চলা ফেরার অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি। ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল তার কাছে এক পবিত্র বিষয়। মানবতা ও ধর্মের অপর রূপ হল সমভ্রাতৃত্ব। তিনি বলেছেন, " Fraternity is the name for disposition of an individual to treatmen as the object of reverence or love and the desive to be in Unity with fellow beings." অস্পৃশ্যদের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি একগুচ্ছ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। যেমন – ১) নিপীড়িত জনগোষ্ঠীগুলির পানীয় জলের জন্য সকলের সাথে পুকুর ব্যবহারের অনুমতি প্রদান। ২) উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে বেগার খাটা প্রথার রদ। ৩) হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশের অধিকার প্রদান। ৪) অস্পৃশ্যদের শিক্ষার বিস্তার ও ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। ৫। সামরিক ও পুলিশ বাহিনীতে চাকুরির ব্যবস্থা গ্রহণ। ৬) ব্যাপকভাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা। ৭) সুস্থ জীবন যাপনের জন্য ন্যুনতম মজুরি প্রদান। ৮) বিভিন্ন সরকারি কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা। ৯) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। ১০) উচ্চবর্ণের লোকেরা যুগ যুগ ধরে যে বৈষম্য করে এসেছে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে উচ্চবর্ণের লোকদের প্রতি পাল্টা বৈষম্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

সামাজিক সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আম্বেদকর দীর্ঘ লড়াই করেছেন। আর সেই লড়াই এর প্রতি ফলন ঘটে সংবিধানের বিভিন্ন ধারায়। যেমন – ১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সমতা (Equality before the law) ও আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার (Equal Protection by law)।

১৫ নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের জন্য সম সামাজিক মর্যাদা, প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে রাষ্ট্র কেবল, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান ভেদে বা তাদের কোন একটির ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না।

১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকারী কাজের ক্ষেত্রে কোন রকম বৈষম্য করা যাবে না। এই একই ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য কিছু সরকারী পদ বা চাকুরীর জন্য সংরক্ষণ করতে পারে।

১৭ নং ধারায় অস্পৃশ্যতা বিলোপ সাধন করা হয়েছে। এই ধারার উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত অপরাধ আইন (The Untouchability offence Act, 1955) পাশ করেছে। তারপর আইনটির কিছু সংশোধন করা হয়। এই আইনটির বর্তমান নাম হল - Protection of civil Right Act, 1976 . এই আইনে অপরাধীর অধিকতর কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য বিশেষ আধিকারিক ও আদালতের কথা বলা হয়। এই অধিকারের উদ্দেশ্য হল সকলের জন্য সমমর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

২৩(১) নং ধারায় মানুষ ক্রয় বিক্রয়, বেগার খাটানো বা অনুরূপ বলপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির ৩৯ নং অনুচ্ছেদে জীবিকা নির্বাহের জন্য সমান সুযোগ এবং একই কাজের জন্য সমান মজুরীর কথা বলা হয়েছে।

৪৬ নং ধারায় বলা হয়েছে- রাষ্ট্র দুর্বল ও অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির বিশেষত তপসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতি সাধন এবং সামাজিক অবিচার ও সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবে।

১৬৪(১) ধারা অনুসারে ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড ও ছত্তিশগড় প্রভৃতি রাজ্যে তফসিলি জাতিও উপজাতিদের কল্যাণ সাধনের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কথা বলা হয়েছে।

আবার তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন সভায় এবং সরকারি চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন বা পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন –

- ৩৩০ নং ধারা অনুযায়ী লোকসভায় তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ৩৩২ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভায় তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ৩৩৫ নং ধারায় বলা হয়েছে প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার তফসিল জাতি ও উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার করতে পারে।
- ৩৩৮ নং ধারায় তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের জন্য বিশেষ আধিকারিক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

- ৩৩৯ নং ধারায় তপসিলি অঞ্চলের প্রশাসনের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং তফসিলি উপজাতিদের কল্যাণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।
- ৩৪০ নং ধারায় পশ্চাদপদ বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলির অবস্থা পর্যালোচনার জন্য বিশেষ কমিশন নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

ড: আম্বেদকর সারা জীবন জাতপাত ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি প্রকাশ্যেই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ভাবাদর্শের বিরোধিতার পাশাপাশি জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। অস্পৃশ্য দলিত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে তিনি গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন সংগঠন। তিনি তৎকালীন সমাজে মাহার জাতিকে সংগঠিত করেছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ও তাঁর সামাজিক অবিচার বিরোধী লড়াই অব্যাহত ছিল। তিনি ভারতীয় সংবিধান রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আর এই জন্য ড: আম্বেদকরকে ভারতীয় সংবিধানের জনক হিসাবে অভিহিত করা হয়। তাঁর সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ১৯৫১ সালের হিন্দু কোড বিল (Hindu Code Bill) সংক্রান্ত বিতর্ক। এই বিল পাশ করানোর সময় হিন্দু রক্ষণশীলদের সঙ্গে বিরোধের কারণে তিনি নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর নিজের সংগঠন " সারা ভারত তফসিলি জাতি সংঘ" (All India Scheduled caste Federation) –এর পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামিল হয়। কিন্তু জয়লাভ করতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত আম্বেদকর তফসিলি জাতি সমূহকে নিয়ে ধর্মান্তরের পথে অগ্রসর হন। ১৯৫৬ সালে বেশ কয়েক লক্ষ তফসিলি জাতি মানুষ বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে আম্বেদকর উক্তি করেন- " By discarding my ancient religion which stood for inequality and oppression today I am reborn." এইভাবে অস্পৃশ্যদের সামাজিক অধিকার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের একটি পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তথ্যসূত্র

1. চক্রবর্তী দেবাশিস, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলনের ধারা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
2. মহাপাত্র অনাদিকুমার, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদ্যুম্ন, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।
3. চক্রবর্তী রাধারমন, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা।
4. মহাপাত্র অনাদিকুমার, ভারতের সামাজিক আন্দোলন, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।
5. দাস সমীর কুমার, বি আর আম্বেদকর : দলিত মুক্তি ও রাষ্ট্রগঠন, চক্রবর্তী সত্যব্রত (সম্পা), ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবনা, প্রকাশন একুশে, কলকাতা।
6. দেশাই এ.আর., ভারতীয় জাতীয়বাদের সামাজিক পটভূমি, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।
7. চক্রবর্তী বিকাশ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
8. বর্তমান পত্রিকা, ১৪ এপ্রিল ২০১৯।
9. Basu Durga Das, Introduction to the constitution of India, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi.